হরিণাকুণ্ডুতে স্কুলের আঙ্গিনায় জরাজীর্ণ শহীদ মিনার

যদিও সরকারি আদেশ অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার থাকা বাধ্যতামূলক। কয়েকদিন পরেই ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানানোর দিন।

যদিও মরণব্যাধী করোনা ভাইরাসের কারনে এদিন দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে আসতে পারবে কিনা তা জানা নেই।

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ৪ নং দৌলতপুর ইউনিয়নের দখলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রয়েছে এমনি একটি জরাজীর্র্ণ অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকা শহীদ মিনার। বর্তমানে এ বিদ্যালয়ে প্রায় ২ শতাধিক ছাত্রী-ছাত্রী পড়াশোনা করে।

এ বিষয়ে ঐ বিদ্যালয় পড়ুয়া বেশ কিছু শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা বলে আগে আমাদের যখন স্কুলে অনুষ্ঠান হতো তখন আমাদের খুব অসুবিধা হতো। আমাদের স্কুলের শহীদ মিনার ভেঙ্গে গেছে, তাই ফুল দিতে চরম অসুবিধা হতো। শহীদ মিনার ভাঙ্গাচুরার কারণে ২১ ফেব্রুয়ারি ভালোভাবে পালন করতে পারতাম না।

ভাষার জন্য যারা শহীদ হয়েছিলেন, যাদের জন্য আমরা বাংলা ভাষা পেয়েছি, যাদের জন্য আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারি সেই শহীদের জন্য আমরা গর্ব করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের স্কুলের শহীদ মিনার কয়েক বছর ধরেই ভাঙ্গাচুরা অবস্থায় অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে। তাই আমাদের স্কুলের শহীদ মিনারটি অচিরেই সুন্দর করে তৈরির দাবি জানাচ্ছি।

এবিষয়ে দখলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোকাররম হোসেন বলেন, যেহেতু আমাদের স্কুলের আশে পাশে আর কোন বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নেই। দীর্ঘ দিন আমাদের স্কুলের শহীদ মিনারটি এভাবে আংশিক ভেঙ্গেচুর অবস্থায় পড়ে আছে ২১ ফেব্রুয়ারির দিন আমাদের ছোট্ট ছোট্ট কোমলমতি ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানানোর দিন পড়তে হয় চরম ঝুকিতে। চলতি মাসেই শহীদ মিনারটি সুন্দর করে সংস্কার করে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার দাবি জানাচ্ছি।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আব্দুর রহমান বলেন, যেহেতু করোনা মহামারীর কারণে স্কুলের অনেক উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হয়েছে। তাছাড়া এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে এ ধরনের কোনও লিখিত বা মৌখিক অভিযোগ স্কুল কর্তৃপক্ষ দেয় নি। তবে এখন যেহেতু জেনেছি আমাদের সামনে ১১ তারিখে মাসিক মিটিংয়ে বিষয়টি নিয়ে সুরাহা করার চেষ্টা করবো।

মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ম্যারাথন ২০২১ উপলক্ষে আলোচনা সভা

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ১১ পদাতিক ডিভিশন বগুড়া সদর দফতরের উদ্যোগে ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ম্যারাথন ২০২১ উপলক্ষে আলোচনাা সভা অনুুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ১১ পদাতিক ডিভিশন বগুড়া সদর দফতরের সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মজিব, মুজিবনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) শরিফুল ইসলাম, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেনসহ উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষক, ইনজিও প্রতিনিধি ও সাংবাদিকগন উপস্থিত ছিলেন।

উল্যেখ্য, আগামী ২১ ফেব্রুয়ারী প্রযন্ত অনলাইনের মাধ্যেমে ম্যারাথন দৌড়ের জন্য রেজিষ্ট্রেশন চলবে। ১৬ বছরের উর্ধে সকলে রেজিষ্ট্রেশন করতে পারবে।

আল জাজিরার প্রতিবেদন উদ্ভট ও কাল্পনিক: মাহবুব উল আলম হানিফ

আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব-উল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, আল জাজিরা উদ্ভট ও কাল্পনিক একটা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যার সাথে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, সরকার বা রাষ্ট্রের সাথে কোন সর্ম্পক নেই।

দেশের বাইরে পলাতক এক আসামী কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে। আর হারিছ আহম্মেদ আর সরকারের মধ্যে কোন দূর্নীতির চিত্র সেখানে নেই। সেও পলাতক আসামী। লন্ডনে দন্ডপ্রাপ্ত পলাতক তারেক রহমানের সাথেও তো বিএনপির নেতারা গিয়ে দেখা করেন, কথা বলেন।

হানিফ বলেন, দেশের মধ্যে থেকে ৭১ এর পরাজিত শক্তি, ক্ষমতায় থাকতে দূর্নীতি করে আদালতে দন্ডপ্রাপ্ত হয়েছে হাওয়া ভবনের সেইসব কর্ণধররা প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের বিরুদ্ধে অপ্রচার করে যখন কোন লাভ হয়নি তখন দেশের বাইরে থেকে আলজাজিরায় কাল্পনিক উদ্ভট টাইপের একটা স্টোরি বানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ইমেজকে খাটো করার চেষ্টা করা হয়েছে।

জনসমর্থন বিহীন বিএনপি এখন দিবাস্বপ্ন দেখছে, তারা মনে করছে ষড়যন্ত্র করে সরকারের পতন ঘটানো যাবে। যে কারনে তারা সবসময় ষড়যন্ত্রের পথ খুজতে থাকে। আমরা আগেও বলেছি বিএনপি জামায়াতের কোন ক্ষমতা নেই যে, এই সরকারের পতন ঘটাবে, সরকারের পতন একমাত্র জনগনই করতে পারে নির্বাচনের মাধ্যমে। এর বাইরে কোনভাবেই সরকারের পতন ঘটানো যাবেনা। বিএনপির এই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।

তিনি সোমবার বেলা ১১টায় কুষ্টিয়া শহরে পিটিআই রোডে নিজ বাসভবনে নবগঠিত কুষ্টিয়া টেলিভিশন ক্যামেরাপারসন এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও স্থানীয় নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

এ সময় জেলা আওয়ামীলীগসহ বিভিন্ন সহযোগি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কতৃপক্ষ। মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের উপ-পরিচালক শাহিনুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, সংবাদ প্রকাশের ২ দিন পরেই রাকিব কে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তার স্থলে অন্য একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, যেহেতু প্রকাশিত সংবাদে রাকিব কে অভিযুক্ত করা হয়েছে, তাই তার বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১ জানুয়ারি মেহেরপুর জেলার দৈনিক পত্রিকা “মেহেরপুর প্রতিদিন” এ “ মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে অনিয়ম, গ্রাহক হয়রানির অভিযোগ, টাকাই মেলে পাসপোর্ট” শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশ করা।

মেহেরপুরে জাপান টোবাকোতে অভিযান, প্রচারপত্র জব্দ ও জরিমানা

মেহেরপুরে গোয়ালঘর ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দোকান এবং বাড়ির মধ্যে থেকে উদ্ধার হল সরকার নিষিদ্ধ সিগারেটের লক্ষ লক্ষ প্যাকেট ও প্রচার পত্র এবং সিগারেটের প্রচারের লক্ষ্যে জমা রাখা পুরস্কার।

সোমবার সকাল ১০ টা থেকে সাড়ে ১১ টা পর্যন্ত মেহেরপুর শহরের ওয়াবদা সড়কে জাপান টোবাকো কোম্পানীর গুদাম ঘর এবং ওই কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধির মেহেরপুর সদর উপজেলার দিঘীরপাডার একটি বাড়ি থেকে এসমস্ত প্রচারপত্র ও পুরস্কারের বিভিন্ন পণ্য উদ্ধার করা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাকিবুল ইসলাম এর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় জাপান টোবাকোর ডিপো ইনচার্জ আতিয়ার রহমানের নিকট থেকে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ এর ১এর ক ও গ ধারায়

এক লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। আতিয়ার রহমান কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার সাহাপুর গ্রামের তমজেল আলীর ছেলে।

উদ্ধারকৃত প্রচারপত্র আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা এবং পুরস্কারগুলো মেহেরপুরের বিভিন্ন এতিমখানায় প্রদানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অভিযান চলাকালে জেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর তমিজউদ্দীন, মেহেরপুর সদর উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম,সদর থানা পুলিশের একটি দল উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে বিএনপির বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ

বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৩ বছর কারাবন্দী দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

আজ সোমবার ৮ই ফেব্রুয়ারী সকাল ১০টায় জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আঃ রহিম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম সহ জেলা অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সভাপতির বক্তব্যে মাসুদ অরুন বলেন, আধিপত্যবাদী শক্তির দোসর লুটেরা ও কালোটাকার মালিকদের সেবাদাস বর্তমান সরকার অবৈধভাবে ক্ষমতায় থাকার লক্ষ্যে বেগম খালেদা জিয়াকে কারাবন্দী রেখেছে।

করোনাভাইরাস রুখতে শুরু হলো গণ টিকাদান

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস রুখতে দেশব্যাপী শুরু হলো গণ টিকাদান। গতকাল টিকাদান শুরুর দিন টিকা নিয়েছেন প্রধান বিচারপতি, স্বাস্থ্যমন্ত্রীসহ সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, এমপি, জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। দেশের ১ হাজার ৫টি কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে গণ টিকাদানের প্রথম দিন। এর মধ্য দিয়ে দেশে শুরু হলো টিকার যুগ।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক গতকাল মহাখালী স্বাস্থ্য ভবনে ভার্চুয়ালি দেশব্যাপী টিকাদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

এরপর শেখ রাসেল জাতীয় গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে গিয়ে টিকা নেন তিনি।

এ সময় তিনি বলেন, ‘আজ আমাদের আনন্দের দিন। এই দিনের অপেক্ষায় ছিলাম। এই টিকা নিয়ে যেন কোনো গুজব না ছড়ায়।’ ঢাকার ৫০টি হাসপাতালে ও ঢাকার বাইরে সারা দেশে ৯৫৫টি হাসপাতাল কেন্দ্রে একযোগে শুরু হয়েছে টিকাদান কর্মসূচি। গতকাল রাজধানীর কেন্দ্রগুলোতে টিকা নিয়েছেন ৫ হাজার ৭১ জন। সারা দেশে টিকা নিয়েছেন ৩১ হাজার ১৬০ জন। রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে টিকা নিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন। শেখ রাসেল জাতীয় গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে টিকা নিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন। জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে টিকা নেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী বীরপ্রতীক। টিকা নিয়েছেন রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী, শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী

নওফেল।

আপিল বিভাগের বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী, বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী, বিচারপতি মির্জা হোসাইন হায়দার, বিচারপতি জিনাত আরা, বিচারপতি আবু বকর সিদ্দিকী, বিচারপতি ওবায়দুল হাসান, হাই কোর্ট বিভাগের বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম, বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ, বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদারসহ মোট ৫৫ জন বিচারপতি রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে করোনার টিকা নিয়েছেন। কুষ্টিয়াতে টিকা নিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ এমপি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে টিকা নিয়েছেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ঢাকা-৮ আসনের এমপি রাশেদ খান মেনন।

টিকা নিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব আবদুর রউফ তালুকদার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মেসবাহুল ইসলাম, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মো. হাবিবুর রহমান।

টিকা নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এ বি এম খুরশীদ আলম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা। রাজারবাগ পুলিশ লাইনস মাঠে টিকা নিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার মোহা. শফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত কমিশনার মো. মনিরুল ইসলাম। কভিড-১৯ বিষয়ক জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, স্বাচিপ (স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ) সভাপতি অধ্যাপক ডা. ইকবাল আর্সালান, বিএমএ সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, মহাসচিব ডা. ইহতেশামুল হক চৌধুরী, শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সমন্বয়ক অধ্যাপক ডা. সামন্ত লাল সেন টিকা নিয়েছেন। সংসদ সদস্যদের অনেকে মানুষকে উৎসাহিত করতে নিজেদের নির্বাচনী এলাকায় টিকা নিয়েছেন। করোনা প্রতিরোধী টিকা গ্রহণের পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, ‘টিকা নিয়ে আমরা ভালো আছি, কারও কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা

যায়নি।

৭০ লাখ টিকা এখন হাতে আছে, আগামীতে কোভ্যাক্সের মাধ্যমে ৬ কোটি টিকা পাওয়া যাবে। এই টিকা দিতে আইসিটি মন্ত্রণালয় অ্যাপ তৈরি করেছে। জেলায় জেলায় ৭ হাজারের বেশি টিম কাজ করছে। কোনো জেলা থেকে বিরূপ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।’ বিশ্বে যত টিকা আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার কোভ্যাক্স টিকা সবচেয়ে ভালো মন্তব্য করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কারও কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তার জন্যও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আমরা করোনা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছি। টিকা নেওয়ার পরও মাস্ক পরতে হবে, স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে, এক মাস পর দ্বিতীয় ডোজ নিতে হবে। দুই ডোজ নেওয়ার পর পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকব। দেশবাসীর জীবন রক্ষার্থে এই টিকা দেওয়া হচ্ছে। আমরা নিজেরা নিচ্ছি, দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ টিকা নিচ্ছেন, তাদের দেখে সাধারণ মানুষও উৎসাহিত হচ্ছেন।’

টিকা নেওয়ার পর কৃষিমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক বলেন, ‘করোনাভাইরাসের টিকা এই মহামারীর বিরুদ্ধে মানবজাতির একটা বড় অর্জন। এই অর্জন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ব্যবহার করে হয়েছে। আমি টিকা নেওয়ার পর ভালো আছি। টিকা নিয়ে যারা গুজব ছড়াচ্ছে তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তা করছে।’

টিকা নেওয়ার পর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান দুই লাইন কবিতা পড়ে শোনান। তিনি বলেন, ‘আপনারা জানেন আমাকে মন্ত্রিসভায়ও কবিতা পড়তে হয়। বঙ্গবন্ধুকন্যা জিজ্ঞেস করেন কবিতা আছে কিনা। এটা আমার স্বভাবজাত প্রবণতা। টিকা নেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় আপনাদের দুই লাইন কবিতা শোনাই। ‘যদি বেঁচে যাও করোনার কালে, যদি কেটে যায় মৃত্যুর ভয়। জেনো বিজ্ঞান লড়ে গেছে সদা, নেই ভয়, হবে মানুষের জয়।’ শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সমন্বয়ক অধ্যাপক ডা. সামন্ত লাল সেন বলেন, ‘টিকা নেওয়ার পর মনে হচ্ছে আমি যেন সাহস পেলাম। আমি মনে করি টিকা নেওয়ার পরও সাবধানে থাকতে হবে।’

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভেনশন সেন্টারের ৮টি বুথে টিকা নিয়েছেন ৫৬০ জন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২৭০ জন এবং শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ৮২ জন টিকা নিয়েছেন। সচিবালয় ক্লিনিকে সরকারি কর্মকর্তা- কর্মচারীসহ ১৬৭ জন টিকা নিয়েছেন।

বাংলাদেশে দেওয়া হচ্ছে ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটে তৈরি অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার করোনাভাইরাসের টিকা। সবাইকে এ টিকার দুটি ডোজ নিতে হবে। প্রথম ডোজের চার সপ্তাহ পর দ্বিতীয় ডোজ নিতে হবে। এই টিকার ৩ কোটি ডোজ পেতে সেরাম ইনস্টিটিউটের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে বাংলাদেশের, যার মধ্যে ৫০ লাখ ডোজ হাতে পাওয়ার পর জেলায় জেলায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে আগেই। এ ছাড়া ভারত সরকারের উপহার হিসেবে পাওয়া গেছে আরও ২০ লাখ ডোজ টিকা। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত এসব কেন্দ্রে টিকা দেওয়া হবে।

এ ছাড়া সারা দেশে একযোগে শুরু হয়েছে টিকাদান কর্মসূচি। আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর অনুযায়ী, গতকাল চট্টগ্রাম, বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী, সুনামগঞ্জ, বাগেরহাট, নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার, চুয়াডাঙ্গা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চাঁদপুর, বগুড়া, সিলেটের বিশ্বনাথ, ময়মনসিংহের ভালুকা, দিনাজপুর, ফেনী, পটুয়াখালীর গলাচিপা, যশোর, ঝালকাঠি, ঝিনাইদহ, জয়পুরহাট, খাগড়াছড়ি, কুড়িগ্রাম, কুষ্টিয়া, লক্ষ্মীপুর, মাগুরা, মানিকগঞ্জ, মেহেরপুর, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, ফরিদপুরের সদরপুর, নীলফামারী, নোয়াখালী, পঞ্চগড়, শরীয়তপুর, শেরপুর, সিরাজগঞ্জ, গাজীপুরের শ্রীপুর, কালিয়াকৈর, গাইবান্ধা, গোপালগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, লালমনিরহাট, পাবনা, ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, খুলনা, কুমিল্লা, গাজীপুর, নাটোর, রাঙামাটি, যশোরের বেনাপোল, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাউফল, কক্সবাজার, নেত্রকোনায় টিকা দেওয়া হয়।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলে শ্রমিক ছাটাই নিয়ে চলছে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি, ম্যানেজমেন্ট কথা

বলতে নারাজ

চলতি আখ মাড়াই মৌসুমে সেটাপ বহির্ভূত ৪২ জন দিন হাজিরার শ্রমিককে ছাটাই করে দিয়েছে মিল কতৃপক্ষ। চাকুরী ফিরে পেতে ইতোমধ্যে সংবাদ সম্মেলন ও মানববন্ধন করেছে।

ওপরদিকে দোষ এড়াতে কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করছে ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ। এদিকে ৪২ জন শ্রমিক প্রত্যক কর্মসূচিতেই কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে কোটি টাকা অর্থ বাণিজ্যের অভিযোগ তুলছে।

এরই প্রতিবাদে গত শনিবার বিকালে দর্শনা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে পাঠ করেন ইউনিয়নের সভাপতি তৈয়ব আলী ও সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান, অভিন্ন ভাষায় বলেন দষ্খিণ পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি কেরুজ চিনিকল।

এলাকার বেকার ছেলেগুলো কাজের বিনিময়ে উপার্জন করুক এ রকম ভাবনা নিয়েই তাদের বিভিন্ন সেটাপে অস্থায়ীভাবে কর্মের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক যেই আসুক তাকে বুঝিয়ে তাদেরকে টিকিয়ে রাখছি।

কিন্তু এবার মাড়াই মৌসুমে সারা বাংলাদেশে ১৫ টি চিনিকলের মধ্যে ৬ টি বন্ধ হয়ে গেছে। প্রত্যেক মিলে ডেলি হাজিরার শ্রমিক ছাটায় করে দিচ্ছে। আমরা তাদেরকে চাকুরী ফেরত পাওয়ার জন্য দুই সংসদ সদ্যস্যর কাছে সুপারিশ করেছি।

শ্রমিক নেতারা আরও বলেন তাদের জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এদিকে কেরুজ ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবু সাইদ বলেন এ প্রতিষ্টানের জন্য যা যা করার দরকার তাই করতে হবে।

কিভাবে প্রতিষ্টান লাভে আসবে আমরা সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্চি। আমরা যাদেরকে বাদ দিয়েছি তারা আমাদের সেটাপের বাইরে আমাদের কাগজ কলমে তাদের কোন নাম নাই। এ প্রতিষ্টান টিকিয়ে রাখতে হলে প্রয়োজনে আরও কিছু দিন হাজিরার লোককে বাদ দেওয়া হবে।

[redacted]

[redacted]

এছাড়াও এক যোগে ঝিনাইদহের অন্য ৫টি উপজেলারও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মিলনায়তনে এম.পি, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে করোনা ভ্যাকসিনের টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।